দৈনিক খবর

তারিখ ... 10 SEP 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

9 SEP 1991

বঙ্গবন্ধু ভবনে শিক্ষক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ

ভার্সিটিতে সন্ত্রাস বন্ধে সহযোগিতা দিতে শেখ হাসিনার আশ্বাস

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা যে কোন মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখা, সেশন জট নিরসন ও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ করতে ছাত্র-শিক্ষকদের যে কোন উদ্যোগে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

তিনি বলেন, আমরা একটা আদর্শ ও নীতি নিয়ে রাজনীতিতে আছি। এজন্য আমাদের অস্ত্র দরকার হয় না।

তিনি গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, হলসমূহের প্রভোস্ট, প্রক্টর ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাকালে এ কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষদ নেতৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস বন্ধে

২-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনা এ সময় তাঁর পরিবারের নৃশংস হত্যা ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, আমি এই সন্ত্রাসের একজন ভুক্তভোগী। তা ছিল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। আমি সন্ত্রাসের দগদগে ঘা বুকে নিয়ে বেঁচে আছি। খুনীরা এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, গণতান্ত্রিক সরকারের আমলেও ফরেন সার্ভিসে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা হচ্ছে- সে খুনী। আমি জানি, এসব কথার জন্য আমাকেও খুনের শিকার হতে হবে। হয়তো সেদিন বেশী দূরে নয়।

শেখ হাসিনা রাজনীতি অস্ত্র দ্বারা না অস্ত্র রাজনীতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হবে তা আগে নির্ধারণের আহবান জানিয়ে বলেন, আমি আন্দোলনকালেই বলেছিলাম 'নো-মার্শাল ল' কোন ষড়যন্ত্রে যেন ক্ষমতার বদল না হয়।

আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র চর্চা করতে চায় উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, আজ আমরা যদি গণতন্ত্রের প্রত্যাশী না হতাম, দেশপ্রেমিক না হতাম, যদি দ্বাদশ সংশোধনীতে ভোট না দিতাম তা হলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হত। আওয়ামী লীগ নীতিগত কারণে সে নির্বাচনে অংশ নিত না। সে অবস্থায় বিএনপি'র প্রধানমন্ত্রী এবং এরশাদ যদি রাষ্ট্রপতি হয়ে আসতো আমরা তা উপভোগ করতে পারতাম। দেশের গণতন্ত্র সে অবস্থায় হুমকির সম্মুখীন হত। এ কারণে আমরা এসব নোংরা খেলায় যাইনি।

আওয়ামী লীগ দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও শান্তি চায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না হলে এর কিছুই সম্ভব নয়। এটা আমরা বিশ্বাস করি। এ জন্য বার বার সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছি। আমরা এর শেষ চাই। কিন্তু রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ সব সামাজিক অশান্তি দূর করার দায়িত্ব গ্রহণে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে- কোন সন্ত্রাস হতে দেব না।

শেখ হাসিনা এ প্রশ্নে রাজনৈতিক সমঝোতার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, সমঝোতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে ক্ষমতাসীনদের এগিয়ে আসতে হবে।

ভার্সিটিতে সন্ত্রাস বন্ধে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক সহায়তা পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর সাথে আলোচনার অংশ হিসেবে গতকাল বঙ্গবন্ধু ভবনে যান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস এবং এর কারণ সম্পর্কে তারা আলোচনা করেন। পরিবেশ পরিষদের পক্ষে উপাচার্য ডঃ মনিরুজ্জামান মিয়া, শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সিন্ডিকেটে শিক্ষক প্রতিনিধি ডঃ আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, এফ রহমান হলের প্রভোষ্ট হারুনুর রশিদ, রোকেয়া হলের প্রভোস্ট তাহমিদা আক্তার, এস এম হলের প্রভোস্ট কামরুল আহসান, জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ডঃ পরেশ মন্ডল, ছাত্রলীগ (আ-অ) সভাপতি শাহ আলম, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের যুগ্ম-আহবায়ক ফজলুল হক মিলন, ছাত্রলীগ (না-শ) সভাপতি নাজমুল হক প্রধান ও সাধারণ সম্পাদক শকী আহমেদ, ছাত্র মৈত্রীর রাশিব হাসান মুন্না, ছাত্রলীগ (শে-ম)'র ছাত্তার খান, গণতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের রাজু আহম্মদ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কাজী সাজ্জাদ জহীর চন্দন, ছাত্র ঐক্য ফোরামের মোশরেকা মিশু, ছাত্র মুক্তির মোহাম্মদ মুশাররফ ও সালাউদ্দিন তরুণ এবং আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমদ এমপি ও মেসবাহউদ্দিন খান এমপি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এ সময় আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সাথে দলের সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী এমপিও ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া বিরোধী দলীয় নেত্রী ও একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের সভানেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার সহযোগিতা কামনা করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস ও উত্তেজনা নিরসনে আমরা একটা সমাধান খুঁজে পেতে চাই। শিক্ষাঙ্গনের ঘটনা প্রবাহ যেভাবে চলছে তাতে আমরা উদ্বিগ্ন। সন্ত্রাসের কারণে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন নষ্ট হচ্ছে। ওরা সবাই মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। ওদের অনেকের পারিবারিক শান্তি পর্যন্ত বিনষ্ট হচ্ছে।

উপাচার্য শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসীদের প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের বিশ্বাস কোন রাজনৈতিক দল থেকে সন্ত্রাস করতে বলে দেয়া হয় না। কিন্তু ওরা কোন না কোন দল করে বা দলের নাম ব্যবহার করে।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদের পক্ষ থেকে শিক্ষক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাসের চরিত্রকে 'রাজনৈতিক' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, এর রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে। পুলিশী ব্যবস্থা কোনদিনই সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারবে না এজন্যে সবার আন্তরিক ও নীতিগত উদ্যোগ দরকার।

ছাত্রদল প্রতিনিধি ফজলুল হক মিলন বলেন, গোটা বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের মূল মিলন হত্যাকারীদের আশ্রয় দেয়া, তা আমরা মনে করি না। তবে এর একটা নৈতিক প্রভাব সংগঠনের ওপর পড়বেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ১০ দফার ভিত্তিতে আন্দোলন করেছিল। তা আজ পূরণ না হলেও এর অন্যতম দফা ডাঃ মিলন হত্যাকারীদের কোন দলে আশ্রয় না দেয়ার ঘোষণা লঙ্ঘিত হয়েছে।

ছাত্রলীগের সভাপতি শাহ আলম বলেন, বিসিসি রোডের যে বাড়ী থেকে হামলা চালিয়ে ডাঃ মিলনকে হত্যা করা হয়েছিল সে বাড়ীটি সগীর এবং হামিদের। তারা এখনও ছাত্রদলের নেতা। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসকারী ৭২ জনের একটি তালিকা সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে আমরা এ সম্পর্কে বলেছি। তিনি বলেছেন তালিকা নিরপেক্ষ নয়। তদন্ত করতে হবে।

এর জবাবে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা চাই শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসুক। সরকার যদি তা মনে করে তা হলে কোন শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস থাকতে পারে না। এ প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উত্তেজনায় 'কমন ফ্যাক্টর' খুঁজে দেখার আহবান জানান।

তিনি বলেন, কোন অদৃশ্য শক্তি এ দেশে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে তা খুঁজে বের করতে পারলে সমস্যার অনেকটা সমাধান করা যাবে। এ জন্যে পুলিশের ছত্রছায়ায় বসে কারা সন্ত্রাস করে জানতে হবে।

শেখ হাসিনা এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪টি হল এমনকি মহিলা হলগুলোর প্রতিটি কক্ষ তল্লাশী করার দাবী করে বলেন, দেখি কোথায় অস্ত্র থাকে। প্রভোস্ট জানেন না, ডিসি বা চ্যান্সেলর হিসেবে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত জানেন না এমনভাবে বিচ্ছিন্ন কোন হলে তল্লাশী করলে অস্ত্রমুক্ত করা হবে না। তিনি জগন্নাথ হলের ঘটনার তদন্ত দাবী করে বলেন, ডিসির বাসভবনে সকালে সংঘটিত হামলার ঘটনাসহ অতীতে শিক্ষক ও ডিসিরা যতবার নাজেহাল হয়েছেন সবগুলোরই তদন্ত হওয়া উচিত।

ডাঃ মিলন হত্যার বিচার দাবী করে তিনি বলেন, প্রায় দশ মাস অতিবাহিত হল। এই গণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষমতাসীন হওয়াও এখন ছয় মাসের পুরনো ব্যাপার। এখনো কেন হত্যাকারীদের বিচার হল না। তাদের গ্রেপ্তার করা হল না। তিনি বলেন, হত্যার ৮/৯ মাস পর চার্জশীট দেয়া হলে তা হয় মনগড়া। চার্জশীট প্রদানে এত বিলম্ব কেন এবং কেন আইনের দ্বারা প্রকৃত হত্যাকারীদের চিহ্নিত করা হয়নি এ সম্পর্কে তিনি সরকারের জবাব চেয়েছেন। তিনি বলেন, মিলন হত্যাসহ ছাত্রী মিছিলে হামলা, বসুনিয়া-আসলাম-কনক হত্যার বিচার হতে হবেই। যারা আমার ছেলেদের রক্তে হাত রঞ্জিত করবে তাদের সাথে আমার কিসের সম্পর্ক।